সন্ত্রাসবাদ : কারণ ও প্রতিকার

রচনায়

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ

সন্ত্রাসবাদ
কারণ ও প্রতিকার

রচনায়

আল্লামা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ

মুহাদ্দিস, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায়

পালং রিসার্চ একাডেমি

এন. আলম মার্কেট (২য় তলা), কোর্ট বাজার, উখিয়া, কক্সবাজার

সহযোগিতায়

কওমি মাদরাসা পরিষদ, কক্সবাজার

হাদিয়াঃ ২৫/- (পঁচিশ টাকা মাত্র)

সূচীপত্র

প্রাককথন

সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ সামাজিক ব্যাধি। মানবতা ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের সমস্যা। সন্ত্রাসবাদ গোটা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য বড় উদ্বেগের বিষয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশের সম্প্রতি কিছু সন্ত্রাসী ঘটনা তার ভাবমূর্তি ও সুনামকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। বিষয়টি অতি সংবেদনশীল। রাজনৈতিক সংকীর্ণতা, চিন্তার গোড়ামী ও বুদ্ধিবৃত্তি একগোঁয়েমীর কারণে বিষয়টি নিরপেক্ষ মানসিকতায় উপলব্ধি করতে অনেক মহলে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। আমাদের প্রেক্ষিতে সুখকর বিষয় হলো যে, পুরো দেশবাসী সন্ত্রাসবাদকে রুখে দিতে দৃঢ় প্রত্যয়ী।

ইমাম ও খতিব ফাউন্ডেশন চট্টগ্রামের উদ্যোগে বিগত ২৪ জুলাই ২০১৬ সালে চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউটে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম মহানগর ইমাম ও খতিব ফাউন্ডেশন-এর মহাসচিব হিসেবে আমাকে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পেশ করতে বলা হয়। বক্ষমান পুস্তিকাটি সেই প্রবন্ধের বর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ।

আমার স্নেহাস্পদ মাওলানা মুফতি রিদওয়ানুল হক শামসী (ছাত্র, ইসলামী উচ্চতর আইন গবেষণা বিভাগ, ২য় বর্ষ) ও স্নেহভাজন মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ (ছাত্র, দাওরায়ে হাদিস)-এর নিরন্তর প্রচেষ্টায় পাঠকের হাতে পুস্তিকাটি নতুন কলেবরে তুলে দেওয়া সম্ভব হলো।

আশা করি, এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটি পাঠকের অন্তরে শান্তি ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকতে প্রেরণা যোগাবে। ইসলামের ব্যাপারে আওড়ানো সন্দেহের অপনোদন করবে। উগ্রতার পথকে আরও সঙ্কুচিত করতে আলো দেখাবে। আল্লাহ তায়ালা দয়া করে এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করে নিন। আমীন।

ওবায়দুল্লাহ হামযাহ
মুহাদ্দিস, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।
Email: obaid_hamzah@yahoo.com

ভূমিকা

সন্ত্রাসবাদ শব্দটি বহুলভাবে সাধারণের নজরে আসে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে নিউয়র্কের টুইন টাওয়ারে হামলার পর থেকে। যদিও সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস মানবেতিহাসের মতই পুরাতন। সন্ত্রাসবাদ আজকের বিশ্বে কেবল বিশেষ কোন জাতি, বিশেষ কোন জনপদ বা বিশেষ কোন ধর্মের সমস্যা নয়; গোটা মানবতার সমস্যা। মানব সভ্যতার অর্জনকে সন্ত্রাসবাদ আজ কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। তার নগ্ন ছোবল ও রক্তাক্ত থাবা থেকে গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্ট থেকে শোলাকিয়ার ঈদগাহ ময়দান, আফগানিস্তানের পর্বতমালা থেকে কলম্বিয়ার সমতল ভূমি, ইরাকের পাথরকুচি থেকে সিরিয়ার সবুজ শ্যামল উদ্যান কোনটি নিরাপদ নেই। নিকট অতীতে সন্ত্রাসের আগ্রাসী হামলা ঘটেছে নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ার, প্যারিস ও নিস, টোকিওর সাবওয়ে, ওকলাহোমর ফেডারেল ভবন, আটলান্টার অলিম্পিক ভেন্যু, ইস্তাম্বুলের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও দেড়শ কোটি মুসলমানের প্রাণের চেয়ে প্রিয় রওজায়ে মুবারকের অনতিদূরে মসজিদে নববীর পবিত্র আঙ্গিনায়। সন্ত্রাসবাদের দানবীয় কুৎসিত চেহারা দেখে গোটা মানবতা আজ আতংকিত ও স্তম্ভিত।

সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা

সন্ত্রাসবাদ আসলে কী, এ বিষয়ে বহুবিধ মতামত রয়েছে। শব্দটি খুব পরিচিত হলেও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা পেশ করা কঠিন। এ কারণে প্রফেসর Richard E. Rubinstein জর্জ ম্যাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের Centre For Conflict, Analysis and Resolution এর পরিচালক বলেন, সত্যি বলতে কি, সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা দেয়া সহজসাধ্য নয়। (May: 1990)

✡ Encyclopedia Encarta তে সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-
"Violence or the threat of violence, especially bombing, kidnapping and assassination, carried out for political purposes." "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সহিংসতা, সহিংসতার হুমকি, বোমা নিক্ষেপ, অপহরণ বা হত্যাকা- ঘটানোকে সন্ত্রাস বলা হয়।"

✡ মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ মতে রাজনৈতিক, ধর্মীয় কিংবা আদর্শিক লক্ষ্য অর্জনের অভিপ্রায়ে সরকার বা সমাজে ভীতি সঞ্চারের জন্য অবৈধ সহিংসতার পরিকল্পিত প্রয়োগ করাকে সন্ত্রাস বলা হয়।

✡ মার্কিন সরকারের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফ. বি. আই) Terrorism বা সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় বলেছে: "the unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or

coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives. শান্তির অবৈধ প্রয়োগ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি সরকার, সাধারণ জনগণ কিংবা কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তির প্রতিকূলে সহিংসতা সৃষ্টি করাই হল সন্ত্রাসবাদ।[১]

✡ মুসলিম বিশ্বের সর্বোচ্চ ফিক্বাহ পরিষদ مجمع الفقه الاسلامي ২০০১ সালের ১০ই জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা এভাবে দেয়,

ظاهرة عالمية ، لا ينسب لدين ، ولا يختص بقوم، وهو ناتج عن التطرف الذي لا يكاد يخلو منه مجتمع من المجتمعات المعاصرة . . وهو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيًا على الإنسان (دينه ودمه وعقله وماله وعرضه) ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق ، وما يتصل بصور الحرابة ، وإخافة السبيل ، وقطع الطريق ، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد ، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة ، أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر . فكل هذا من صور الفساد في الأرض، التي نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها في قوله: { وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} (القصص: ٧٧)

وقد شرع الله الجزاء الرادع للإرهاب والعدوان والفساد وعده محاربة لله ورسوله في قوله الكريم

এটি একটি বিশ্ব বাস্তবতা যার সাথে কোনো ধর্ম বা জাতির সম্পর্ক নেই। চরমপন্থা অবলম্বনের কারণে তা সংঘটিত হয়। বলতে গেলে কোনো সমাজই এ বিপদ থেকে মুক্ত নয়। আর তা এমন একটি আগ্রাসন ও আক্রমণ যা ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র অন্যায়ভাবে মানুষের ধর্ম, জীবন, বিবেক-বুদ্ধি সম্পদ ও মর্যাদার উপর চালায়। অন্যায়ভাবে ভীতি প্রদর্শন, হুমকি প্রদান ও হত্যাযজ্ঞকে অন্তর্ভুক্ত করে।

বর্শা-বল্লম দিয়ে আঘাত হেনে রাস্তায় ভীতি সঞ্চার করে বা ডাকাতি করে বা সব ধরনের সহিংস আচরণ যা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অশুভ অভিপ্রায় চরিতার্থ করার জন্য হয়ে থাকে তাও সন্ত্রাসের অন্তর্ভুক্ত। তাতে জনগণের মাঝে ভীতি সঞ্চার করা, জীবন, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও সার্বিক অবস্থাকে ঝুঁকিতে ফেলাই তাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে। পরিবেশের ক্ষতি সাধন, সরকার বা ব্যক্তির সম্পদের ক্ষতি করা, জাতীয় বা প্রাকৃতিক উৎসের ক্ষতি ও ঝুঁকিতে ফেলা সন্ত্রাসী তৎপরতার আওতায় পড়ে। উপরিউক্ত সব বিষয়গুলো ফাসাদ ফিল আরদ তথা পৃথিবীতে অনর্থ ও বিপর্যয় সৃষ্টির নামান্তর।[২]

---

[১] ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ: পৃ. ১১

[২] ড. মুহাম্মদ আলী , الإرهاب والعنف والتطرف في ميزان الشرع পৃ. ৩৫

সন্ত্রাস, অত্যাচার, আগ্রাসন ও ভূ-পৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টির বিরুদ্ধে আল্লাহ পাক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান নিশ্চিত করেছেন। কুরআনের ভাষায় তা স্বয়ং আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার শামিল। আল্লাহ পাক বলেন-

(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ-)

"যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির অপচেষ্টা করে, তাদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তি হচ্ছে, তাদের হত্যা করা কিংবা তাদের শূলবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে কিংবা দেশ থেকে তাদের নির্বাসিত করা হবে। এই অপমানজনক শাস্তি তাদের দুনিয়ার জীবনের জন্যে, পরকালে তাদের জন্যে ভয়াবহ আযাব তো রয়েছেই।"[৩]

মানবরচিত কোন আইনে এত কঠোর কোন বিধানের নজীর নেই। কারণ সন্ত্রাস ও পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা আল্লাহর বিধি-বিধান ও তাঁর সৃষ্টির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শামিল।

ইসলাম শান্তির কথা বলে

ইসলামের মূল অক্ষর سلم শান্তি। কুরআনে শান্তি শব্দটি বিভিন্নভাবে প্রায় ১৩৮ স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন গোটা মানবজাতিকে একটি একক জাতি (মানবজাতি) হিসাবে সম্বোধন করে শান্তির জন্য একটি মনোভঙ্গির চাষাবাদ করার আহ্বান জানিয়েছে।

মুসলমানদের পুরো জীবনজুড়ে বয়স ও সময় নির্বিশেষে স্বাগত ও অভিবাদন জানানোর আদর্শ পদ্ধতি হলো শান্তির প্রার্থনা করা। ঈমানের পর ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয মুসলমানরা শান্তির বাক্য উচ্চারণ করে সমাপ্ত করে।

আল্লাহ তায়ালার চমৎকার নামসমূহের অন্যতম নাম হলো السلام তথা শান্তির উৎস বা শান্তিদাতা। বেহেশতের অন্যতম নাম হলো دار السلام। বেহেশতীদের আলাপচারিতা ও কথোপকথনে শান্তির জয়গান ও ছড়াছড়ি।

ইসলামের নবী বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ। তাঁর আনীত দ্বীন তথা ইসলাম যৌক্তিকভাবে গোটা মানবতার জন্য রহমত। সে ইসলাম পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির জন্য অভিযুক্ত হবে তা গলাধকরণ করা যায় না।

ড. এন. কে. সিংহ তার জগৎ বিখ্যাত বই "Islam: A religion of peace" –এ বলেন:

---

[৩] সুরা মায়েদা: ৩৩

In this study, I have tried to make it clear with the reference of Islamic scriptures that Islam is neither a religion of violence, nor violence is integral to this religion. The very word "Islam"is the negation of the concept of violence. Islam means surrender to the will of God in the one hand, and establishing peace on the other. The word for peace in Arabic is 'salam'. When Muslim greet each other, they invoke peace__ 'salamu alaykum: (peace be on you). Thus, it is a religious duty of Muslim to strive for establishment of peace in society. A Muslim is one who surrender to the will of Allah and an Muslim means establisher of peace. Thus Islam means establishment of peace and Muslim means establisher of peace through his action and conduct. A true Muslim lives and dies in submission to God and in the establishment of peace in this word.

"এ গবেষণায় আমি যে বিষয়টি ইসলামের মূল ধর্মীয় বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে পরিস্কার করার চেষ্টা করেছি যে, ইসলাম সহিংসতার ধর্ম নয়, সহিংসতা ইসলামের অংশ নয়। 'ইসলাম' শব্দটি সহিংসতার ধারণাকে অস্বীকার করে। ইসলাম মানে হলো একদিকে আল্লাহর ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের সামনে আত্মসমর্পণ করা আর অন্যদিকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। আরবীতে সালাম মানে শান্তি। একজন মুসলমান অন্য এক মুসলমানকে অভিবাদন জানায় তারা السلام عليكم বলে। তথা শান্তির প্রার্থনা করে। কাজেই সমাজে এ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা একজন মুসলমানের ধর্মীয় দায়িত্ব। প্রকৃত মুসলিম সেই হয়, যে আল্লাহর ইচ্ছার সামনে আত্মসমর্পণ করে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। অতএব, ইসলাম মানে শান্তি আর মুসলিম মানে আচার-আচরণে যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। একজন সত্যিকার মুসলিম মহান আল্লাহর হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণ এবং পৃথিবীর শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে বেঁচে থাকে আর মৃত্যুবরণ করে।"[৪]

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসবাদ

ইসলামে সন্ত্রাসের কোন ঠাঁই নেই। ইসলাম সন্ত্রাসকে কঠোর হস্তে দমন করার কথা বলে। সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। প্রকৃত কোন মুসলমান সন্ত্রাস করতে পারে না। যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম আগমন ও আসমানী

[4] Dr. N. K. Singh, Islam: A religion of peace, p 6.

কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করার মূল উদ্দেশ্যগুলো মাকাছেদে শরীয়াহ হিসেবে পরিচিত। দ্বীন তথা ধর্মীয় বিশ্বাস, জীবন, বংশ, সম্পদ ও বুদ্ধি রক্ষা শরীয়ার মূল লক্ষ্য। সন্ত্রাসের কারণে এই সব বিষয়গুলোর ব্যাপক ক্ষতি হয়। শরীয়ার উদ্দেশ্যে বিঘ্ন ঘটে। একটি হত্যাকা- ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার শামিল। আল্লাহ পাক বলেন:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا-

"পরবর্তীকালে ওই (ঘটনার) কারণেই আমি বনী ইসরাঈলদের জন্যে এই বিধান জারি করলাম কোন মানুষকে হত্যা করার কিংবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার শাস্তিবিধান ছাড়া অন্য কোন কারণে কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, সে যে গোটা মানবজাতিকে হত্যা করলো; যদি কেউ একজনের প্রাণ রক্ষা করে তবে সে যেন গোটা মানবজাতিকেই বাঁচিয়ে দিলো।"[৫]

সন্ত্রাস পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়ায়। মানুষ ও সভ্যতার শত-হাজার বছরের অর্জন ও অবদানকে নিমিষে ম্লান ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আল্লাহ পাক বলেন:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ-

"পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।"[৬]

সন্ত্রাসীদের কাজ হলো জনগণের মাঝে আতংক ও ভীতি সৃষ্টি করা। পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিষিয়ে তোলা। নিরাপদ জনপদে অস্থিরতা ও অরাজকতা ছড়িয়ে দেয়া। নিরীহ-নিরাপদ মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্থ করা। রহমাতুল লিল আলামীন (সা.) ইরশাদ করেন:

إن روعة المسلم عند الله عظيم-

"মুসলমানকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা আল্লাহর নিকট ভয়াবহ অন্যায়।"[৭]

তিনি আরো বলেন:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

"কোনো মুসলমানকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা অন্য কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয়।"[৮]

অস্ত্র দিয়ে আঘাত সেটা দূরের কথা, অস্ত্র উঁচিয়ে ধরাও ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

---

[৫] সুরা মায়েদা: ৩২

[৬] সুরা কাসাস: ৭৭

[৭] মুসনাদে বাযযার, ২/৬৫, হাদিস: ৩৮১৬

[৮] আবু দাউদ, ৪/৪৫৮, হাদিস: ৫০০৬

مَنْ اَشَارَ إِلَى اَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ اَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ.

"যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের প্রতি কোন লোহা জাতীয় জিনিস উঁচিয়ে ধরলো ফেরেশতাকুল তাকে অভিসম্পাত করতে থাকেন যদিও সে তার সহোদর হোক।"[৯]

একজন মুসলমানের জান-মাল ও ইজ্জতের যে গুরুত্ব রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন, তা আমাদের কল্পনাকে হার মানায়। বিদায় হজ্বের দিন নবীজি খুতবা দিচ্ছিলেন, হঠাৎ সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে বললেন, এই দিনটি কোন দিন? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই দিনটি আরাফার দিন। পুনরায় নবীজি বললেন, আমি যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, এ জায়গাটির নাম কী? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, এটা মক্কার হারাম শরীফের অংশ। আবার নবীজি বললেন, এ মাসটি কোন মাস? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, জিলহজ্ব মাস। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, মুসলমানগণ! জেনে রেখো, তোমাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু পরস্পরের জন্য আজকের এই দিন, আজকের এই জায়গা ও আজকের এই মাসের মতোই পবিত্র বিধায় পরস্পরের জন্য হারাম।

বিশিষ্ট সাহাবী আব্দল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলল্লাহ (সা.) একদিন কাবা শরীফকে সম্বোধন করে বললেন, 'ওহে বাইতুল্লাহ! তুমি কত মহান! কত পবিত্র! তারপর তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আব্দল্লাহ! দুনিয়াতে এমন জিনিসও কি আছে যা এ পবিত্র ঘরের চেয়েও পবিত্র। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি জানেন। রাসূলল্লাহ (সা.) বললেন, শোন, আমি তোমাকে এর চাইতে পবিত্র আরেকটি জিনিসের সন্ধান দিচ্ছি; আমি ওই মহান সত্তার কসম করে বলছি যার পবিত্র হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একজন মুমিনের মর্যাদা তার চাইতে বেশি। তেমনি তার সম্পদ আর রক্তও। (ইবনে মাযাহ)

ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক নেই। তা পশ্চিমা অনেক নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিবিদের লেখা ও বক্তব্যে ফুটে উঠেছে।

বৃটিশ এমপি Stephen Timms বলেনঃ

I'm certainly not aware of any link. It is true that almost two years ago I was stabbed by a young woman and she told the police that she was doing it because of her faith. After that happened to me, I had hundreds of cards and letters and messages from Muslims, telling me they were praying for me for a speedy recovery. So I think those people were reflecting the teachings of the prophet more faithfully than the young

---

[৯] সহীহ মুসলিম, ৮/৩৩, হাদিসঃ ৬৮৩২

woman who stabbed me but it can't be denied that there are some people apparently who believe they should commit acts of terrorism because of their faith that is an unfortunate fact.

"আমি সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের কোন যোগসূত্র আছে বলে অবগত নই। এটি সত্য যে, প্রায় দু'বছর আগে এক তরুণী আমাকে ছুরিকাঘাত করেছিলো। সে পুলিশকে বলেছিলো তার ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই তা করেছে। ঘটনার পর মুসলমানদের পক্ষ থেকে শত শত কার্ড, চিঠি ও বার্তা এ মর্মে পেয়েছি যে, তারা আমার দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করছেন। আমি মনে করি, সে ছুরিকাঘাতকারী তরুণীর চেয়ে এসব মুসলমানরাই আন্তরিকতার সাথে নবীর (সা.) শিক্ষার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। এটাও অস্বীকার করা যেতে পারে না। কিছু মানুষ মনে করে, 'ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকা- করা উচিত'। যা একটি দূর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা।"[১০]

বৃটিশ রাজনীতিবিদ ও সাবেক Conservative MP LORD NORMAN বলেন:

I don't think there is a link and I think the word Jihad is misunderstood and misinterpreted. Jihad could mean two things. It could mean a war in defence of Islam when Islam is under threat and secondly, Jihad can be an internal thing about conquering oneself and struggling to be a better person.

"আমি মনে করি না ইসলামের সাথে সন্ত্রাসবাদের কোন যোগসূত্র আছে। আমি মনে করি, 'জিহাদ' শব্দটি ভ্রান্তভাবে বুঝা হচ্ছে। জিহাদের দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, ইসলাম হুমকির কবলে পড়লে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য পরিচালিত যুদ্ধ। দুই, জিহাদ একটি আধ্যাত্মিক বিষয়, নফসকে কাবু করা এবং আরো ভালো ব্যক্তি হওয়ার চেষ্টা করা।"[১১]

জিহাদ ও সন্ত্রাসের মৌলিক পার্থক্য

জিহাদ ও সন্ত্রাস পরস্পর বিপরীত দু'টি শব্দ। রক্তপাত জিহাদের উদ্দেশ্য নয় বরং মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে আসার এবং জুলুম-শোষণের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফ ও ন্যায়ের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসাই জিহাদের উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনের সুরা আনফালের ৩৯ নাম্বার আয়াতে মহান

---

[10] Dr. Mohammed A. Lais, Muhammad (saw): 1001 Universal Appreciations and Interfaith Understanding and peace. p- 261.

[11] Dr. Mohammed A. Lais, Muhammad (saw): ... p- 265.

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা (ইসলাম ও মানবতাবিরোধী শত্রুর বিরুদ্ধে) লড়াই করবে; যতক্ষণ না ফিত্না-ফাসাদ ও অশান্তি চিরতরে নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।'

ইসলাম জিহাদের মাধ্যমে মুসলমানদের রক্তপাত করতে শেখায়নি বরং ইসলাম যে জিহাদের কথা বলে, তাতে রক্তপাত নয়; মানবতার দিকনির্দেশনা রয়েছে। রাসুল সা. এর জীবৎকালে তিনি প্রায় একশ'র কাছাকাছি জিহাদে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। সবগুলো জিহাদ মিলিয়ে উভয়পক্ষে পাঁচশ'-এর কম লোকের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং জিহাদের সাথে সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক নেই বললেই চলে।

জিহাদ ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক পরিভাষা। জিহাদমানেই সশস্ত্র তৎপরতা কিংবা শক্তিপ্রয়োগ নয়। ইসলামকে সমুন্নত ও এর শান্তিপূর্ণ অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে এমন যেকোনো তৎপরতার বিরুদ্ধে মুসলমানের সর্বোচ্চ, বহুমাত্রিক ও শরীয়ত-নির্দেশিত পন্থায় চালিত চেষ্টাকে 'জিহাদ' বলা হয়। ইসলাম ও মুসলিম জনপদ আক্রান্ত হলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এর বিরুদ্ধে গড়ে তোলা প্রতিরোধ যেমন জিহাদের একটি প্রকার; তেমনি সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, অন্যায়, অত্যাচার, অসাম্য ও মানবাধিকার হরনের বিরুদ্ধে বৈধ পন্থায় প্রতিরোধ সংগ্রামও জিহাদের শামিল। জিহাদ কখনও নৈরাজ্য, খুনখারাবীর প্রতিশব্দ নয়; শান্তি শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকা- জিহাদ নামে অভিহিত করা সত্যের অপলাপ। জিহাদ ইসলামের অন্যান্য ইবাদতের মতো একটি পবিত্র ইবাদত এবং শান্তি রক্ষার লড়াই। সশস্ত্র জিহাদের ময়দানেও কোনো নারী, শিশু, বৃদ্ধ, আত্মসমর্পনকারী সৈনিক আর নিরীহ মানুষের ওপর হামলা বৈধ নয়। মানবতার কল্যাণে পরিচালিত জিহাদের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে ইসলামে। অথচ খুবই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় হলো, অনেকেই জিহাদ ও সন্ত্রাসকে একাকার করে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি করেন। কুরআনের জিহাদ বিষয়ক আয়াতকে নিয়ে অশোভন মন্তব্য করছেন। জিহাদ শব্দটি কুরআন করীমে ৪১ বার উল্লেখিত হয়েছে। আর "মুসলিমুন" (মুসলিমের বহু বচন) শব্দটিও সমান অনুপাতে উল্লেখিত হয়েছে। ইসলামে জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। জিহাদের বিধান ইসলামের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ কুরআনে যেমন আছে, আছে খৃস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ বাইবেলেও।

বাইবেল থেকে জানা যায় যে, জিহাদ বা যুদ্ধের জন্যই যীশুখৃস্ট আগমন করেছিলেন। তিনি বলেনঃ "Think not that I am come to send peace on earth: I come not to send peace, but a sword." "মনে করিওনা যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি, শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়গ দিতে আসিয়াছি।"[১২]

---

[১২] বাইবেল, মথি:১০/৩৪

ইসলামী পরিভাষায়, সশস্ত্র জিহাদকে সর্বদা ক্বেতাল বলা হয়েছে। ক্বেতাল মানে পরস্পর যুদ্ধ। ক্বেতালের জন্য শর্ত হল, সামনাসামনি যুদ্ধ। পেছন থেকে হত্যা করা, গুপ্ত হত্যা করা, অতর্কিত হামলা করা এগুলো কখনও ইসলামী জিহাদ নয়। ইসলাম সশস্ত্র জিহাদের ক্ষেত্রে অনেক শর্ত আরোপ করেছে। কোনো শর্তের অনুপস্থিতি ঘটলে তা শরীয়াহ দৃষ্টিতে জিহাদ বলে গণ্য হবে না।

১. ইসলামে জিহাদ বৈধতা পাওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হল, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। তাই কোনো ব্যক্তি, দল বা সংগঠন জিহাদের ঘোষণা দিতে পারে না। এজন্য আমরা দেখতে পাই, সাহাবায়ে কেরাম রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে কখনও জিহাদে অংশগ্রহণ করেননি।
২. সশস্ত্র যুদ্ধের অন্যতম আরেকটি শর্ত হল, কোনো মুসলিম রাষ্ট্র বা জনপদ শত্রু কবলিত হওয়া অথবা মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কঠিন হুমকির সম্মুখিন হওয়া।
৩. সমঝোতা, শান্তির উদ্যোগ ও সংলাপের পথ বন্ধ হলে ইসলাম জিহাদের আশ্রয় নিতে বলে। অন্যথায় সব সময় ইসলাম শান্তির সুযোগ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়।

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّه هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ-

"আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও তার প্রতি ঝুঁকে পড়, আর আল্লাহর উপর নির্ভর কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[১৩]

হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনা প্রমাণ করে প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) শান্তি রক্ষায় কত আগ্রহী ছিলেন।

৪. সশস্ত্র লড়াইয়ের আরেকটি শর্ত হল, শুধু তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে পরিচালিত হবে যারা সামনে যুদ্ধ করতে এসেছে। ইসলাম অযোদ্ধাকে হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَاتَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ-

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করবে না, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।"[১৪]

ইসলাম রণাঙ্গনে সীমালঙ্ঘন ও আগ্রাসন নিষিদ্ধ করেছে। এ বিষয়ে রাসূলের নির্দেশ হলো,

لَاتَغْدِرُوْا وَلَا تُمَثِّلُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ... وَلَا رَاهِبًا... وَلَا إِمْرَأَةً وَلَا شَيْخًا كَبِيْرًا... وَلَاتَذْبَحُوْا بَعِيْرًا وَلَا بَقَرَةً إِلَّا لِمَأْكَلٍ... وَلَاتُخَرِّبُوْا عِمْرَانًا وَلَا تَقْطَعُوْا شَجَرَةً إِلَّا لِنَفْعٍ.. وَأَحْسِنُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ-

---

[১৩] সুরা আনফাল: আয়াত ৭২
[১৪] সুরা বাকারা: আয়াত ১৯০

"যুদ্ধে তোমরা প্রতারণা বা ধোকার আশ্রয় নেবে না। কাউকে বিকৃত করবে না। কোনো শিশুকে হত্যা করবে না। কোনো ধর্মযাজক, সন্ন্যাসীকে হত্যা করবে না। কোনো নারী বা বৃদ্ধকে হত্যা করবে না। প্রয়োজন ছাড়া কোনো উঠ বা গরু জবাই করবে না। ঘর-বাড়ি ধ্বংস করবে না। অপ্রয়োজনে গাছ-পালা কাটবে না। সদাচরণ করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক ভাল আচরণকারীদের ভালবাসেন।"[১৫]

জিহাদ ইসলামের দৃষ্টিতে একটি বড় ইবাদত। স্বয়ং প্রিয় নবী (সা.) ২৩ এর অধিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ বলবৎ থাকবে। থাকবে মুমিনের হৃদয়ে জিহাদের প্রতি আবেগ ও আগ্রহ। জিহাদের প্রতি অনিহা ঈমানের দুর্বলতাই প্রমাণ করে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেনঃ " যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে, সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি এবং অংশগ্রহণের কথাও মনে মনে ভাবেনি, সে লোক মুনাফেকীর একটি শাখার উপরেই মৃত্যু বরণ করলো।"[১৬]

অন্য হাদীসের মধ্যে উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন, জিহাদ পরিত্যাগ করলে মুসলিম উম্মাহর উপরে আল্লাহ পাক লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। অথচ আজকাল দেখা যায়, জিহাদ বিষয়ক বা যেকোনো ইসলামী বইকে ঢালাওভাবে 'জিহাদী বই' আখ্যা দিচ্ছেন। এটি হয়তো মুর্খতা নয়তো ভ্রান্ত চিন্তা।

সন্ত্রাসবাদঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশ সারা বিশ্বে একটি শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। এ দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও ধর্মীয় উদারতার বিশেষ খ্যাতি আছে আন্তর্জাতিক সমাজে। কিন্তু চিরচেনা বাংলাদেশটি যেন পাল্টে যাচ্ছে। ২০০৫ সালে ১৭ ই আগস্ট দেশজুড়ে বোমা হামলার পর থেকে সন্ত্রাসবাদের কালিমা এ জাতির কপালে এঁটে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদের শিকার হচ্ছেন আমাদের অনেক রাজনীতিবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্লগার, আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্য, বৌদ্ধ ভিক্ষু, পুরোহিত ও বহু নিরীহ জনগণ। রমজানের পবিত্রতা বা ঈদের দিনের আনন্দ সন্ত্রাসীদের পাষাণ মনে কোনো রেখাপাত করেনি। গুলশানে হলি আর্টিজানের নৃশংস হত্যাকা- থেকে শোলাকিয়ার ঈদগাহ ময়দানে সন্ত্রাসীদের উম্মাদনা এ স্বাক্ষ্য বহন করে। এতে দেশ ও জাতির ক্ষতি হলো। ইসলাম সম্পর্কে ভুল বার্তা গেলো। বিদেশীরা তো আমাদের অতিথি। উন্নয়ন সহযোগী ও বাইয়ার। তাঁরা তো কোনো পক্ষ-বিপক্ষের লোক ছিলেন না। জাপানের প্রকৌশলীরা মেট্রোরেলের Consultant Engineer। ইতালীয়রা আমাদের গার্মেন্টস ব্যবসার সাথে জড়িত। এ হত্যাকা-

---

[১৫] বায়হাকীঃ ৯/৯০

[১৬] মুসলিম শরীফঃ ৩/১৫১৭

কোনো ধর্ম, আদর্শ ও নৈতিকতার মানদণ্ডে পড়ে না। আল্লাহর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما-

"যে কোন চুক্তিবদ্ধকে (সংখ্যালঘু) হত্যা করে সে বেহেশতের ঘ্রাণও উপভোগ করতে পারবে না। অথচ বেহেশতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতেও অনুভব করা যাবে।"[১৭]

আল্লাহ পাক বলেন:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ-

"যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না, আপন বাস্তভিটা থেকে তোমাদের বহিষ্কার করেনি, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ইনসাফ প্রদর্শনে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না।"[১৮]

অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তথা ভিক্ষু, পুরোহিত ও পাদ্রীদেরকে যুদ্ধাবস্থায়ও হত্যা করতে ইসলাম নিষেধ করেছে। শান্তিপূর্ণ অবস্থায় তাদের গলায় ছুরি চালানোর অনুমতি এরা পেলো কোথায়?

আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে এ সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। আমরা কেউ চাই না হাজারো বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ সুন্দর ও সোনা ফলা দেশটি আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া বা লিবিয়ার পরিণতি বরণ করুক। দেশ নিরাপদ থাকলে আমরা প্রত্যেকে নিরাপদ। ইসলামেও নিরাপত্তার বিষয়টি খুব অগ্রাধিকার পায়। নিরাপত্তা না থাকলে অন্য কোন নেয়ামত তথা অনুগ্রহ নেয়ামত বলে পরিরগণিত হয় না।

আল্লাহ পাক বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ-[المائدة/١١]

"হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করো, যখন একটি জনগোষ্ঠী তোমাদের বিরুদ্ধে হাত ওঠাতে উদ্যত হয়েছিলো, তখন তিনি (আল্লাহ তায়ালা) তাদের সে হাত তোমাদের ওপর (আক্রমণ করা) থেকে সংযত করে দিলেন।"[১৯]

---

[১৭] বুখারী, মুসনদে ইমাম আহমদ, ইবনে মাযাহ

[১৮] সুরা মুমতাহিনা: ৮

[১৯] সুরা মায়েদা: ১১

ইবরাহীম (আ.) রিযিকের প্রার্থনার পূর্বে নিরাপত্তার বিষয়টি আল্লাহ পাকের দরবারে পেশ করেছেন।

আল্লাহ পাক বলেন-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ-

"ইবরাহীম যখন বলেছিলো, হে মালিক, এ শহরকে তুমি (শান্তি ও) নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও এবং এখানকার অধিবাসীদের মাঝে যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা এবং পরকালে বিশ্বাস করে, তুমি তাদের ফলমূল দিয়ে আহারের যোগান দাও; তিনি বললেন (হ্যাঁ), যে ব্যক্তি (আমাকে) অস্বীকার করবে তাকেও আমি অল্প কয়েকদিন জীবনের উপায় উপকরণ সরবরাহ করতে থাকবো, অতপর অচিরেই আমি তাদের আগুনের আযাব ভোগ করতে বাধ্য করবো, যা সত্যিই বড়ো নিকৃষ্টতম স্থান।"[২০]

আল্লাহ তায়ালার জিকিরের প্রতি মনোনিবেশ করার আগেও নিরাপত্তার বিষয়টি আল্লাহ পাক বলেছেন-

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ -

"অতপর যদি তোমরা ভীতিপ্রদ কোনো অবস্থার সম্মুখীন হও (তখন প্রয়োজনে তোমরা নামায পড়বে) পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে কিংবা সওয়ারীর ওপর থাকা অবস্থায়, তারপর তোমরা যখন নিরাপদ হয়ে যাবে (স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে), তখন আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করো, যেভাবে তিনি তোমাদের তাঁকে স্মরণ করার (নিয়ম) শিখিয়েছেন, যার কিছুই তোমরা (ইতিপূর্বে) জানতে না।"[২১]

নামাযে দাঁড়ানোর পূর্বেও মানসিক প্রশান্তির কথা আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন-

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا-

"অতঃপর তোমরা যখন নামায শেষ করে নেবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করতে থাকবে, এরপর যখন তোমরা পুরোপুরি স্বস্তি বোধ করবে তখন (যথারীতি) নামায আদায় করবে, অবশ্যই নামায ঈমানদারদের ওপর সুনির্দিষ্ট সময়ের সাথেই ফরয করা হয়েছে।"[২২]

---

[২০] সুরা বাকারাঃ ১২৬
[২১] সুরা বাক্বারাঃ ২৩৯
[২২] সুরা নিসাঃ ১০৩

জঙ্গিবাদ বনাম কওমি মাদরাসা

জঙ্গিবাদ বাংলাদেশের অন্যতম বড় সমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে শান্তিবাহিনীর নামে উপজাতিদের উগ্র গোষ্ঠী এবং দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের বিভিন্ন সংগঠন ভয়ংকর সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত। স্পষ্টতই এগুলোর সঙ্গে কওমি মাদরাসার কেউ জড়িত নয়। এ ছাড়া নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনগুলোর সঙ্গেও কওমি মাদরাসার কোনো সম্পর্ক নেই। বরং তাদের সঙ্গে চিন্তা ও বিশ্বাসগত পার্থক্য রয়েছে কওমি মাদরাসার। (জঙ্গিবাদী কার্যক্রমের জন্য বাংলাদেশ সরকার যাদের ফাঁসি দিয়েছে, তারা কেউ কওমি মাদরাসায় পড়েনি।) বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান বিষয়ে গবেষণা করেছেন মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের Criminological and police Scince-এর সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ আজিজুর রহমান এবং (Centre for Criminological Research, Bangladesh (CCRB)-এর পরিচালক মুহাম্মদ বিন কাসেম। তাঁরা তাদের গবেষণাপত্রের 7.2.3 Prevention- এর ২য় লাইনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন: The study found that madrassa is not responsible for the rise of militancy. (p.115)

অর্থাৎ এই গবেষণা খুঁজে পায় যে মাদরাসাগুলো জঙ্গিবাদের উত্থানের জন্য দায়ী নয়। গবেষণাপত্রটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের Social Science Research Council, Planning Division-এর কাছে দাখিল করা হয়েছে। তাঁরাও এই মতামতের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছেন বলে আলোচ্য গবেষণাপত্রের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সালে কওমি মাদরাসার প্রাণকেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন করে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ঘোষণা দেওয়া হয়।[২৩]

কওমি মাদরাসা ও জঙ্গিবাদ বিষয়ে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এ কে এম শহীদুল হক বলেছেন, কওমি মাদরাসায় কোনো জঙ্গি তৈরি হয় না।[২৪]

সুতরাং ওপরে উদ্ধৃত তথ্য-উপাত্তের আলোকে বলা যায়, কওমি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা দেশের আদর্শ ও শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাব্যবস্থা।

ভারতের ইউনিয়ন স্বরাষ্টমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল ২০০৬ সালের ২৩ জুলাই বোমা বিস্ফোরণের পর নয়াদিল্লীর এক সিম্পোজিয়ামে বলেন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সন্ত্রাসের কেন্দ্র নয়। তিনি আরও বলেন, আমরা বিশ্বাস করি যে, মাদরাসাসমূহ সামাজিক কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, এগুলো সন্ত্রাসের কেন্দ্র নয়। মাদরাসায় যেহেতু মানবতা ও

---

[২৩] দৈনিক আমার দেশ: ২৮/০২/২০১৬

[২৪] দৈনিক প্রথম আলো: ২২/১২/২০১৫

মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া হয়, একে শুধুই 'মানবতার সেবা' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আমরা মনে করতে প্রস্তুত নই যে – মাদরাসাসমূহ সন্ত্রাসবাদের জন্মস্থান। তিনি আরো উল্লেখ করেন উপরিউক্ত বিষয় মনে রেখেই আমাদের সরকার এগিয়ে যাবে এবং কাজ করবে।

পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত কওমি মাদরাসার সূতিকাগার, বিশ্বনন্দিত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দ ২০০৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী ঐতিহাসিক কন্‌ফারেন্সের আয়োজন করেছিল। ভারতের বিভিন্ন মাদরাসার পরিচালক, বিভিন্ন ইসলামী দলের দায়িত্বশীল ও শীর্ষস্থানীয় মুসলিম বুদ্ধিজীবি ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের ৩০ হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

দারুল উলুম দেওবন্দের পরিচালনা পর্ষদের প্রভাবশালী সদস্য মাওলানা আব্দুল আলীম ফারুকী এই ঐতিহাসিক কন্‌ফারেন্সে বলেনঃ "ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের কোন সম্পর্ক নেই। মুসলমানরা আছে বলে পৃথিবীটা টিকে আছে। কারণ, আল্লাহর পবিত্র নাম যত দিন উচ্চারিত হবে ততদিন এ সুন্দর পৃথিবীটা টিকে থাকবে। মাদরাসাগুলোতে সে পবিত্র নাম মুখরিত আর সে পবিত্র নামের মহিমা ও মাহাত্মের সবক দেয়। কাজেই মুসলমানদের রক্তের হোলিখেলা বন্ধ করো।"

جلیں گے، ہم تو جل جائیگا سارا گلستاں مالی * سمجھ مت صحن گلشن میں مرا ہی آشیانہ ہے

"আমরা পুড়ে গেলে এ বাগানটি ছারখার হয়ে যাবে। মনে করো না, এ বাগানে শুধু আমাদেরই নীড় আছে।"

শুধু ইসলামি নাম বহনই যথেষ্ট নয়

সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কখনো ইসলামি নাম ব্যবহার করে থাকে। ধর্মকে ব্যবহার করে স্বার্থ হাসিলের জন্য। এরা নিজেদেরকে সুন্নি, মুজাহিদ, আল্লাহর পথের যোদ্ধা, হকপন্থী, তাগুতের যম, বখতিয়ারের তলোয়ার, সালাহুদ্দিনের ঘোড়া, তিতুমীরের কেল্লা, খিলাফত প্রতিষ্ঠার সৈনিক, আনছারুল্লাহ, হিযবল্লাহ ইত্যাদি পরিভাষায় পরিচয় দিলে খোঁজখবর নিতে হবে, চালাতে হবে অনুসন্ধান। উৎস কোথায়, উদ্দেশ্য কী? ইসলামের মৌল আদর্শ-শিক্ষার সাথে তাঁদের কর্মতৎপরতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কী? জানতে হবে রাসুলল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামদের মহিমান্বিত জীবনধারার সাথে তাদের কর্ম প্রয়াস ও তৎপরতার মিল আছে কিনা। কেউ যদি কপালে "আল্লাহু আকবার" ব্যাজ লাগিয়ে অথবা "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিয়ে সশস্ত্র অভিযান চালায় তাৎক্ষণিক পুলকিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কেবল মাত্র ধর্মীয় পরিভাষার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিলে সমূহ বিপদে পড়ার আশংকা বিদ্যামান। আমাদের মনে রাখতে হবে হযরত আলী (রা.) এর জামানায় ধর্মীয় উগ্রগোষ্ঠী খারেজী সম্প্রদায়

"ইনিল হুক্মু ইল্লালিল্লাহ" শ্লোগান দিয়ে বিদ্রোহ করেছিল। মুসলিম বিশ্বে তারা সমূহ বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তাঁদের হাতে বহু মুসলমান শাহাদত বরণ করেন। হযরত আলী (রা.)- কে শহীদ করার পর ঘাতক আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম উচ্চস্বরে আল্লাহু আল্লাহু যিকির করেছিল।

উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে

সাম্রাজ্যবাদীদের খেলা বহুমুখী। পৃথিবীর কোনও দেশে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলেই মুসলমানদের ওপর তার দায়ভার চাপিয়ে দেবার প্রবণতা আমরা কয়েক দশক ধরে লক্ষ্য করছি। অথচ এফবিআই এবং ইউরোপের গবেষণাধর্মী রিপোর্ট থেকে সম্প্রতি ভিন্ন চিত্র পাওয়া গেছে। আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সব সন্ত্রাসী কর্মকা- চলেছে তার সিংহভাগই চালিয়েছে অমুসলিমরা। 'লোনওয়াচডটকম' নামের ওয়েব সাইটের তথ্যানুসারে ইউরোপীয় ইউনিয়নে সংঘটিত সন্ত্রাসী কর্মকা-ের দশমিক ৪ শতাংশ ঘটেছে মুসলিমদের দ্বারা। বাকি ৯৯.৬ ভাগ সংঘটিত করেছে অমুসলিম বা অন্যধর্মের অনুসারীরা। ১৯৮০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় যত সন্ত্রাসী কর্মকা- ঘটেছে তার ৬ শতাংশ মুসলিম নামধারীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। বাকি ৪২% ল্যাটিন, ২৪% বামমনা, ৭% ইহুদি চরমপন্থি, ৫% সমাজতন্ত্রী ও ১৬% ঘটেছে অন্য গ্রুপগুলোর দ্বারা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, এশিয়ার বিভিন্ন দেশসহ ইউরোপ আমেরিকাতে কোন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলেই ঢালাওভাবে বাছবিচার না করেই মুসলমানদের ওপর তার দায় চাপিয়ে দেয়া হয়। বিশেষ করে এক শ্রেণীর মিডিয়া সন্ত্রাসের দায়দায়িত্ব মুসলিম সংগঠনসমূহের ওপর চাপিয়ে যেন বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে বগল বাজাতে শুরু করে। পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারা সন্ত্রাসের শিকার তাদেরকে উল্টো সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে।[২৫] অথচ পৃথিবীর সবক'টি ধর্মের অনুসারীদের মাঝে সন্ত্রাসী সংগঠন আছে।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের দ্বারা সংগঠিত হামলা

জাপানের সাবওয়ে হামলা

২০ মার্চ ১৯৯৫ টোকিওর একটি জনবহুল সাবওয়েতে নর্ভ গ্যাস আক্রমণে ১২ জন নিহত ও ৫,৭০০ জন আহত হয়। ইয়োকাহামা সাবওয়ে সিস্টেমেও যুগপৎ ও অনুরূপ হামলা সংঘটিত হয়। Aum shinri-kyo cult-কে এজন্য দোষারোপ করা হয়।

---

[২৫] সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ: বাস্তবতা ও অপপ্রচার, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

খ্রিস্টানধর্মাবলম্বীদের দ্বারা সংগঠিত হামলা

আমেরিকার চরমপন্থী

ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও বর্ণবাদের প্রতিবাদে ক্ষুদ্ধ হয়ে ১৯৬৯ সালে একদল আমেরিকান তরুণ 'Weather Underground' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে উৎখাত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। সে বছরের অক্টোবরে শত শত তরুণ মাথায় ফুটবল হেলমেট পরে, হাতে সীসা পাইপ নিয়ে শিকাগোর রাস্তায় মার্চ করে এবং রাস্তায় গাড়ি ও দোকান পাটের জানালা ভাংচুর করে।

ঐ গ্রুপের Days of rage এর সেটিই প্রথম বিক্ষোভ। এফবিআই-এর ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম ধরপাকড় এড়িয়ে ক্যাপিটল ভবনে বোমা হামলা, জেলখানা থেকে টিমোথি লিয়েরীকে বের করে আনা ইত্যাদি উপায়ে এ সংগঠন ১৯৭০ দশকের শেষ অবধি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে।

১৯ এপ্রিল ১৯৯৫ চরম ডানপন্থী টিমোথি ম্যাকভেই ও টেরী নিকোলস্ যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা শহরে ফেডারেল বিল্ডিং-এ ট্রাক বোমা হামলা করে ধ্বংস করে এবং এতে ১৬৬ জন নিহত ও শত শত লোক আহত হয় যা তখন পর্যন্ত আমেরিকার মাটিতে সর্ববৃহৎ সন্ত্রাসী ঘটনা।

আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি (IRA)

ইংল্যান্ডে প্রথম আইআরএ সন্ত্রাস শুরু হয় ১৯৩৯ সালে। এর প্রায় ৩০ বছর পর ১৯৭২ সালে রক্তাক্ত রবিবার-এর ঘটনার সাথে সাথে নতুন করে রক্তপাত শুরু।[২৬]

নভেম্বর ১৯৭৪ বার্মিংহ্যাম-এর একটি পানশালায় অন্যতম ধ্বংসাত্মক বোমা হামলা চালায় এবং ২১ জন নিহত হয়।

১২ অক্টোবর ১৯৮৪ টরি পার্টির এক কন্‌ফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী মার্গেরেট থ্যাচার ও তার মন্ত্রী পরিষদকে হত্যা প্রচেষ্টায় আইআরএ ব্রইটন গ্র্যান্ড হোটেলে এক বোমা হামলা চালায়। এ ঘটনায় রক্ষণশীল দলের এমপি স্যার অ্যানথনি বেরি ও আরো ৪ জন প্রাণ হারায় এবং নরম্যান টেরিট এর স্ত্রী পঙ্গু হন। কিন্তু কোনো আঁচড় ছাড়াই প্রধানমন্ত্রী এ ধ্বংসযজ্ঞ থেকে হেঁটে বেরিয়ে আসেন।

ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা সংগঠিত হামলা

সাবরা সাতিলা গণহত্যা

৬ জুন ১৯৮২ তারিখে লেবানন আক্রমণের হোতা ইসরাইলী প্রতিরক্ষামন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ ঘোষণা করেন যে, বৈরুতের কাছে ফিলিস্তিনী শরণার্থী ক্যাম্পে ২,০০০ সন্ত্রাসী রয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর ইসরাইলী সৈন্যরা পশ্চিম বৈরুত দখল

---

[২৬] বিবিসি সহিংসতা রিপোর্ট ১৯৭০

করে। সাবরা ও সাথিলার ক্যাম্পগুলো, যেখানে ফিলিস্তিনী ও লেবাননের বেসামরিক লোকজন বাস করতো, ইসরাইলী সৈন্যরা অবরুদ্ধ করে এবং সীল করে দেয়। ইসরাইলী ও ফ্যালানজিস্ট-এর যৌথ টীমের ১৫০ জনের একটি দল ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখে প্রথম ক্যাম্পে প্রবেশ করে। জেনারেল দ্রোরী এরিয়েল শ্যারনকে ফোনে জানান: "আমাদের বন্ধুরা ক্যাম্প অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা তাদের এই প্রবেশকে সমন্বিত করেছি।" প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্যারন জেনারেলকে অভিনন্দিত করেন এবং এ অভিযান অনুমোদন করেন। পরবর্তী ৪০ ঘন্টা সময়ের মধ্যে ফ্যালানজিস্ট মিলিশিয়ারা বহু নিরস্ত্র বেসামরিক লোককে ধর্ষণ ও হতাহত করে যাদের অধিকাংশই ছিল ক্যাম্পে অন্তরীণ নারী, শিশু ও বৃদ্ধ মানুষ। এক জরীপে অত্যাচারিতের সংখ্যা ৩,৫০০ জন হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

১৯৫৬ Kafr Kassem গণহত্যা

ট্রাকভর্তি ফিলিস্তিনী শ্রমিকদের গাড়ি থেকে নামতে হুকুম দেয়া হয় এবং সেখানেই তাদের কচুকাটা করা হয়। ১৯৫৬ সালের সেই সন্ধ্যায় ইসরাইলী সৈন্যরা ৪৯ জন শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষকে হত্যা করে যাদের অর্ধেক হচ্ছে তেলআবিব শহর থেকে ১০ মাইল পূর্বে অবস্থিত Kafr Kassem গ্রামের নারী ও শিশু। এদের মধ্যে ৯ বছর বয়সী একটি বালিকার গায়ে ২৮টি গুলি বিদ্ধ হয়। নিহত লোকজনের সবাই আরব এবং ইসরাইলের নাগরিক। তারা সবাই মাঠ ও কারখানা থেকে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিল এবং যাতায়ত নিষিদ্ধ করে ১ঘন্টা আগে জারি হওয়া কার্ফ্যু সম্পর্কে তারা কোনভাবেই অবহিত ছিল না। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ তারিখে ওয়াশিংটন পোস্টে এ সংক্রান্ত খবরটির শিরোনাম ছিল: "Israel Explores Dark Pages of its Past".

হেবরন গণহত্যা

২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ ডানপন্থী ইহুদী সন্ত্রাসী গোল্ডেনস্টেইন নামক মার্কিন নাগরিক পশ্চিম তীরে হেবরন শহরে ইবরাহীম মসজিদে ২৯ জন মুসল্লীকে হত্যা করে এবং ১৫০ জনকে আহত করে। এই ঘটনা হেবরন গণহত্যা নামে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বী দ্বারা সংগঠিত হামলা

গুজরাট হত্যা

গুজরাট ও কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পুলিশের প্রত্যক্ষ সহায়তায় মৌলবাদী হিন্দুদের মুসলিমবিরোধী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে পশ্চিম ভারতীয় শহর গুজরাটে ২০০২ সালে এই হত্যাযজ্ঞ সংগঠিত হয়। মুসলিম নাগরিকদের বাড়িঘর ও সম্পদ লুট করা হয় এবং তাদেরকে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এতে প্রায় দুই ২,০০০ মুসলিমকে হত্যা করা হয়। যাদের অনেককেই ধর্ষণ

করা হয়। প্রাক্তণ ভারতীয় বিচারপতি ও এনজিও-দের নিয়ে গঠিত স্বাধীন তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ, উগ্রবাদী হিন্দু সংগঠনসমূহ ঘটনার কয়েক মাস আগেই এই দাঙ্গার পরিকল্পনা করে।

ইসলামফোবিয়া

আমাদের এটিও খেয়াল রাখতে হবে যে, বর্তমান বিশ্বের ঘোলাটে পরিস্থিতিতে কখনও কখনও মুসলিম বিশ্বে সন্ত্রাস দমনের কথা বলে মূলত ইসলামের অপ্রতিরোদ্ধ অগ্রযাত্রাকে রুখে দিতে চায়। ইসলামকে বিশ্ববাসীর সামনে দানবীয় রূপে পেশ করতে চায়। ইহুদী-খ্রিস্টান ধর্মগুরু ও ধর্মীয় উগ্রবাদীরাই শুধু নয়, পাশ্চাত্যের অনেক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনেতা বা রাজনৈতিক নেতাও বিশ্বাস করেন যে, ইসলাম ও সন্ত্রাস সমার্থক এবং ইসলামকে প্রতিরোধ করাই সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করা। অনেকে চক্ষু লজ্জায় বা কূটনৈতিক-রাজনৈতিক প্রয়োজনে তা সরাসরি বলেন না। তারা বলেন না যে, 'ইসলামের বিরুদ্ধে' যুদ্ধ করতে হবে, বরং বলেন, 'ইসলামী জঙ্গিবাদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু অনেকেই মনের কথাটি বলে ফেলেন, তারা 'ইসলামী জঙ্গিবাদের' বিরুদ্ধে নয়, বরং 'ইসলামের' বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে ডেনমার্কের রাণী এক বিবৃতিতে বলেন, We are being challenged by Islam these years- globally as well as locally. It is a challenge we have to take seriously... we have to show our opposition to Islam and we have to, at times, run the risk of having unflattering labels placed on us because there are some things for which we should display no tolerance." "বর্তমান বছরগুলোতে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে এবং স্থানীয়ভাবে ইসলামের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছি। এ চ্যালেঞ্জকে আমাদের কঠিনভাবে গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের প্রতি আমাদের বিরোধিতা আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে। প্রয়োজনে এ জন্য আমাদেরকে অপ্রশংসনীয় বদনাম গ্রহণের ঝুঁকিও গ্রহণ করতে হবে। (ইসলামের প্রতি বিরোধিতা বা বিদ্বেষ প্রকাশের কারণে সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, বর্ণবাদী ইত্যাদি খারাপ বিশেষণে ভূষিত হওয়ার ঝুঁকিও মেনে নিতে হবে।) কারণ কিছু কিছু বিষয় আছে যে বিষয়ে আমাদের নমনীয়তা ও সহনশীলতা প্রদর্শণ করা উচিত নয়। (ইসলাম অনুরূপ বিষয় যার প্রতি কোনোরূপ সহনশীলতা প্রদর্শন করা যাবে না, যদিও তাতে আমাদেরকে উগ্র, মৌলবাদী বা অনুরূপ কিছু বলা হয়।)"![২৭]

---

[27] The daily Independent, Dhaka, subeditorial, 18/02/2006

আমেরিকার প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী চিন্তাবিদ ও লেখিকা অ্যান কালটার (Ann Coulter) সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনের জন্য সকল মুসলিম দেশ দখল করে মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার দাবি জানিয়ে লিখেন: "we should invade their countries, kill their leaders and convert them to Christianity." "আমাদের উচিত তাদের দেশগুলো আক্রমণ করা, তাদের নেতাদেরকে হত্যা করা এবং ধর্মান্তরিত করে তাদেরকে খৃস্টান বানানো।"[28]

কবির ভাবনায় আসল কথাটি চিত্রিত হয়েছে

নিবিড় শান্তির ধর্ম ইসলাম
জীবনকে সম্মান করতে যার অনুসারীদের শেখায়
"খুন বা অন্যায়ের
বদলা ব্যতিরেখে যে ব্যক্তি একটি জীবনকে হত্যা করলো, সে যেন
পুরো মানবজাতিকেই হত্যা করলো"
একই স্রষ্টা তাওরাত ও কুরআনে
দিয়েছেন অভিন্ন এই বাণী
–তাহলে বলো, কী করে আমি হই সন্ত্রাসী?
নবী মুহাম্মদ, অপার শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরে,
মানবজাতির প্রতি এক অশেষ রহমত
এমনকি যারা তাঁর বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত নয় – এমন
অনাথ, বৃদ্ধ আর অসুস্থজনের জন্যও অশেষ
যাঁর মমত্ববোধ–
একজন ইহুদীর শবযাত্রার সম্মানে যিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন
যিনি তাঁর গায়ের জামার ওপর
ঘুমিয়ে পড়া বিড়ালটির প্রশান্তিতেও বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত
এড়াতে কেটে পৃথক করেছেন তাঁর পোশাক,
তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন
নারী-শিশু-বৃদ্ধ আর রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে
আঘাত না করতে, তামাশাচ্ছলে কোন গাছ না কাটতে
কিংবা কোন প্রাণীকে বধ না করতে;
আমি তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসি

---

[28] The Wisdom of Ann Coulter, a Newsnetwork feature, he Independent (Dhaka), 8/9/2006. p 12.

বলো, আমি কী করে হতে পারি সন্ত্রাসী?
কেন তারা আমাদের বলে সন্ত্রাসী?
কেন আই-আর-এ, রেড আর্মি, তামিল টাইগারদের
কিংবা উগ্র হিন্দু বা সার্বিয়ান সন্ত্রাসীদের নয়?
কেন মিলিশিয়াদের বলে না সন্ত্রাসী যারা সরকারী ভবনগুলো
উড়িয়ে দেয় আর হত্যা করে নিরপরাধ মানুষদের?
না, ঐ অভিধাটি মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত
– এবং জেনো, আমি একজন মুসলিম।
ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, বসনিয়া ও কসোভায়
আমরাইতো সন্ত্রাসের বলী
আমরাইতো ব্যক্তির এবং রাষ্ট্রের ছুরি-বন্দুক-ট্যাংক ও ধর্ষণের শিকার
– কে বলো, তবে প্রকৃত সন্ত্রাসী?

মনে পড়ে সার্বীয় সৈন্যরা ঢুকে পড়েছিল আমার বাড়ীতে
ওরা হত্যা করেছিল আমার বাবা ও বড় ভাইকে
আজ তাদের শূন্যতায় ভীষণ কাঁদে এ মন
ওরা আমার মা ও বোনের সম্ভ্রম লুটে নিয়েছিল
আহ, আমি তাদের গভীরভাবে ভালোবাসতাম।
ওরা জ্বালিয়ে দিয়েছিল আমার ঘর, আমার বই আর খেলনাগুলোও
–আর ওরাই কিনা আমাদের সন্ত্রাসী বলে ডাকে?
ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আমি জঙ্গলে পালিয়ে গেলাম
তারপর সীমান্তগামী কাফেলার সাথে যোগ দিলাম
এবং জুলুম থেকে পালিয়ে গেলাম স্বাধীন ও শান্তির এক দেশে
দুদিন ধরে হেঁটেছিলাম, ডিঙ্গিয়ে গেছি পাহাড়
আমার পা দুখানা দুর্বল হয়ে পড়লো, পায়ের পাতা কেটে
ঝরে পড়লো রক্ত, আমি কিছুতেই আর হাঁটতে পারছিলাম না
–বলতো, আমাকে কি সন্ত্রাসী বলে মনে হয়?

আমি সন্ত্রাসী নই
আমি মুসলিম
চাই ভালোবাসা, শান্তি ও সুবিচার
মোহামেট পোটারভিক আমার নাম
কসোভার ৬ বছরের এক শিশু আমি
হে প্রভু, তুমি আমাকে এবং আমার লোকদের সাহায্য কর

"আমরাতো কেবল তোমারই ইবাদত করি, কেবল তোমারই অনুগ্রহ কামনা করি।"

(সৈয়দ. এম আতহার লিখিত 'কেন তবে সন্ত্রাসী– আমি?' হতে সংগৃহীত অনুবাদ: চৌধুরী গোলাম মাওলা)[২৯]

সন্ত্রাসবাদের কারণ

বিভিন্ন কারণে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিবিধ গোষ্ঠী সন্ত্রাসী কর্মকা- পরিচালনা করে। সাম্যবাদী সংগঠনসমূহ, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীসমূহ, স্বাধীনতাকামী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীসমূহ, আরো অনেক নাম ও ব্যানারে সন্ত্রাসী কর্মকা- পরিচালিত হয়।

ক. বিশ্ব সম্প্রদায়ের নির্লিপ্ততা

সন্ত্রাসের বুদ্ধিবৃত্তিক কারণ যেমন আছে, আছে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ। মুসলিম উম্মাহর বেশ কিছু অতি পুরনো বিষয়ে বিশ্ব সম্প্রদায়ের নির্লিপ্ততা বা ক্ষেত্র বিশেষে পরোক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদানও সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। পৃথিবীর বহু অঞ্চলে আত্ম-নিয়ন্ত্রাধিকারকে চরমভাবে দমন করার কারণেও সন্ত্রাস ডাল-পালা বিস্তৃত করার সুযোগ পাচ্ছে। প্রখ্যাত ভারতীয় লেখিকা ও মানবাধিকার কর্মী অরুন্ধতী রায় ২০০৩ সালে সানফ্রানসিসকোতে এক ভাষণে বলেন, বিশ্বের সব লোকেরই আত্ম-নিয়ন্ত্রাধিকার রয়েছে। বিশ্ববাসীর মেনে নেয়া উচিত যে, সব মানুষেরই মৌলিক অধিকার রয়েছে এবং আফগানের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে, ইরাক ও চেচনিয়ার পাথরকুচি থেকে, দখলকৃত ফিলিস্তিনের রাজপথ থেকে, কাশ্মীরের পর্বতমালা থেকে, কলম্বিয়ার পাহাড় ও সমতল থেকে মানবতাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসা উচিত। বিশ্ববাসীর এই উপলব্ধি হলে সশস্ত্র সংগ্রাম, বিদ্রোহ, সন্ত্রাস রাষ্ট্রসমূহের বাড়াবাড়ি ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রিত হবে বলে আশা করা যায়।

দেড়শ কোটি মুসলিম উম্মাহর জন্য ইসরাইল-ফিলিস্তিন ইস্যু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিগত ষাট বছরে ইসরাইলী বর্বরতা, ফিলিস্তিনী জমি দখল, একটি স্বাধীন জাতিকে ধাপে ধাপে ভূমিহীন করে স্বদেশে প্রবাসী ও আবদ্ধ রাখার ন্যাক্কারজনক ঘটনা কোটি কোটি মুসলমানদের অন্তরে নিঃসন্দেহে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। অধিকন্তু, এ সব কাজে আমেরিকা ও ইউরোপের কিছু রাষ্ট্রের নির্লজ্জ সহযোগিতা মুসলমানদের মনে সেই ক্ষোভ ও ঘৃণাবোধকে আরও তীব্র করে তোলে।

বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে এসব বিষয়ের কোনো সমাধান না পেয়ে মুসলিম তরুণরা সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের স্বার্থ, স্থাপনা ও নাগরিক থেকে

[২৯] নিন্দিত বিশ্ব নন্দিত গন্তব্য, এ. কে. এম. আজহারুল ইসলাম: পৃ. ৩০৩

প্রতিশোধ নেয়ার নেশায় মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু তারা এ কথা জানে না যে, এ কর্মটি ইসলামের দৃষ্টিতে একটি কঠিন অন্যায় ও পাপ। কারণ, ইসলাম অন্যায়ের প্রতিবাদ অন্যায় পদ্ধতিতে করতে অনুমতি দেয় না। তাছাড়া একজনের অপরাধের কারণে অন্যকে শাস্তি দেয়ার বিষয়টিও ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলাম কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীকে নিজের হাতে আইন তুলে নিতে নিষেধ করে। এজন্যই পৃথিবীর কোনো দেশে প্রাজ্ঞ আলিম বা মুফতিগণ এ ধরণের প্রতিশোধ নেয়াকে জায়েয বলেননি।

খ. ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা

ইসলামের নামে উগ্রতার উদ্ভবের একটি কারণ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বিকৃত ধারণা। এটিও মনে রাখা উচিত, বিভিন্ন ওয়েব সাইট, প্রচার মাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক তথ্য উপহার দিলেও ধর্মীয় বিষয়ে চূড়ান্ত জ্ঞান দানের জন্য কখনও যথেষ্ট নয়। ধর্মীয় শিক্ষা অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক হওয়া চাই এবং জ্ঞানী-গুণী ও বিদগ্ধ আলিমের নিকট হওয়া চাই। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন: "শুধু বই যার শিক্ষক হবে, তার ভুল-ভ্রান্তি দিন দিন বাড়বে।"

ধর্মের প্রতি টান মানুষের সহজাত বিষয়। ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে আবেগ প্রবণ হয়ে ভুল পথে ও পদ্ধতিতে সে আবেগ ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। 'ধর্ম আফিম'... ইত্যাদি বলা সমাধান নয়। সমাধান হলো, প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সহী-শুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করা।

মসজিদের খুৎবা নিয়ন্ত্রণ করাও সামাধান হতে পারে না। জঙ্গিবাদ মিম্বারের পবিত্র সিঁড়ি থেকে তৈরী হয় না। তৈরী হয় অজ্ঞতার অন্ধকার কূপে। কাজেই জুমার আলোচনায় শুধু ফযীলত ও কেচ্ছা-কাহিনী বললে সাধারণ মানুষ সমসাময়িক বিষয়ে ইসলামী দিক-নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হবে। অজ্ঞতা বাড়বে। ইমাম-খতিবদের যদি একপেশে আলোচনা চলে তাহলে সে কথাগুলো মুসল্লীদের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা হারাবে।

হযরত উমর (রা.) বলেন, رحم الله رجلا أهدى إلى عيوبي আল্লাহ সেই লোককে দয়া করুক যে আমাকে আমার দোষগুলো উপহার দেয়। অর্থাৎ আমার ভুল-ত্রুটিগুলো সম্পর্কে অবহিত করে।

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসে বিভিন্ন দল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। এগুলোর অন্যতম ছিল প্রথম হিজরী শতকে আলী (রা.) এর শাসনামলে আবির্ভূত খারিজী দল, ৫ম হিজরী শতকে আভির্ভূত বাতিনী হাশাশীন সম্প্রদায় এবং আধুনিক মিসরের "জামাআতুল মুসলিমীন" সংগঠন। জঙ্গি কর্মকাণ্ড

লিপ্ত মানুষদের কথাবার্তা দাবীদাওয়ার সাথে অদ্ভুত মিল দেখা যায়। জঙ্গিবাদের প্রেক্ষাপট বুঝতে এ সকল গোষ্ঠীর ইতিহাস, বিশ্বাস ও কর্মকা- পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

রাসূল (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে উগ্রতার আবির্ভাবের বিষয়ে রাসূল (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেন,

« يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ. لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ - أَوْ حَنَاجِرَهُمْ - يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ».

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় বের হবে, যাদের সালাতের পাশে তোমাদের সালাত তোমাদের কাছে নগণ্য বলে মনে হবে, যাদের সিয়ামের পাশে তোমাদের সিয়াম তোমাদের কাছেই নগণ্য বলে মনে হবে, যাদের নেককর্মের পাশে তোমাদের কর্ম তোমাদের কাছেই নগণ্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে হবে, যারা কুরআন পাঠে রত থাকবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেমন শিকারের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যায় (তীরের দেহে শিকারকৃত প্রাণীর কোনো মাংস লেগে থাকে না), তেমনিভাবে তারা দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে যাবে (তাদের মধ্যে দ্বীনের কিছুই থাকবে না।)"[৩০]

এ অর্থে ১৭ জন সাহাবী থেকে প্রায় ৫০ টি পৃথক সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, বাহ্যিক আকর্ষণীয় ধার্মিকতা, সততা ও ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও অনেক মানুষ উগ্রতার কারণে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবে। রাসূল (সা.) এর এ সকল প্রায় অর্ধশত হাদীস থেকে আমরা এদের বিভ্রান্তির কারণ ও এদের কিছু বৈশিষ্ট্য জানতে পারি। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, ইয়েমেন থেকে আলী (রা.) মাটি মিশ্রিত কিছু স্বর্ণ প্রেরণ করেন। তিনি উক্ত স্বর্ণ ৪ জন নওমুসলিম আরবীয় নেতার মধ্যে বণ্টন করে দেন। তখন বসা চক্ষু, উচু গাল, বড় কপাল ও মু-িত চুল, যুল খুওয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেঃ

يَا رَسُولَ اللهِ، اتَّقِ اللهَ (مَا عَدَلْتَ)، قَالَ: وَيْلَكَ! أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ (مَنْ يُطِعِ اللهَ إِذَا عَصَيْتُ؟ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ أَيَأْمَنُنِي اللهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَلَا تَأْمَنُونِي؟ قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ « لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّى ». فَقَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِى قَلْبِهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- « إِنِّى لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ ». قَالَ

---

[৩০] বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (২৫৬ হি), আস-সহীহ ৪/১৯২৮, ৬/২৫৪০; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১ হি.), আস-সহীহ ৩/১১২, হাদিসঃ ২৫০৩

ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ « إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ - يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ - لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ ».

"হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহকে ভয় করুন, আপনি তো বে ইনসাফি করলেন! তিনি বলেন, দুর্ভোগ তোমরা! পৃথিবীর বুকে আল্লাহকে ভয় করার সবচেয়ে বড় অধিকার কি আমার নয়? আমি যদি আল্লাহর অবাধ্যতা করি বা বে-ইনসাফি করি তবে আল্লাহর আনুগত্য এবং ন্যায় বিচার আর কে করবে? আল্লাহ আমাকে পৃথিবীবাসীর বিষয়ে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করলেন, আর তোমরা আমার বিশ্বস্ততায় আস্থা রাখতে পারছ না! এরপর লোকটি চলে গেল। তখন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি লোকটিকে (রাসূল (সা.) এর প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে ধর্মত্যাগ ও কুফরী করার অপরাধে) মৃত্যুদ- প্রদান করব না? তিনি বলেন, না। হয়তোবা লোকটি সালাত আদায় করে। খালিদ (রা.) বলেন, কত মুসল্লীই তো আছে যে মুখে যা বলে তার অন্তরে তা নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, আমি মানুষের অন্তর খুঁজে দেখব বা তাদের পেট ফেটে দেখব। অত:পর তিনি গমণরত উক্ত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, এ ব্যক্তির অনুগামীদের মধ্যে এমন একদল মানুষ বের হবে যারা সদাসর্বদা সুন্দর-হৃদয়গ্রাহীভাবে কুরআন তেলাওয়াত করবে, অথচ কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেমন শিকারের দেহ ভেদ করে বেরিয়ে চলে যায়, এরাও তেমনি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে চলে যাবে। তারা ইসলামে অনুসারীদের হত্যা করবে এবং প্রতিমা-পাথরের অনুসারীদের ছেড়ে দেবে। আমি যদি তাদেরকে পাই তবে সামূদ সম্প্রদায়কে যেভাবে নির্মূল করা হয়েছিল সেভাবেই আমি তাদেরকে হত্যা করে নির্মূল করব।"[৩১]

মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, যুল খুওয়াইসিরা বা হুরকূস নামক এ ব্যক্তি খারিজীদের গুরুজনদের একজন ছিল।[৩২]

এখানে এ ব্যক্তি ও তার অনুসারীদের বিভ্রান্তির মূল কারণটি প্রতিভাত হয়েছে। তা ছিল ইসলামকে বুঝার ক্ষেত্রে নিজের বুঝকে একমাত্র সঠিক বলে মনে করা এবং এ বুঝের বিপরীত সকলকেই অন্যায়কারী বলে মনে করা। এখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) রাষ্ট্রীয় সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করেছেন। তিনি সকল যোদ্ধার মধ্যে তা বন্টন না করে অল্প কয়েকজনকে তা দিয়েছেন। এতে মনের মধ্যে

---

[৩১] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২১৯, ১৩২১, ৪/১৫৮১, ৬/২৫৪০, ২৭০১; মুসলিম আস-সহীহ ২/৭৪১-৭৪৪

[৩২] ইবনু কাসীর (৭৭৪ হি.), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ ৫/৪০৫

প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে মুমিন সহজেই বুঝতে পারেন যে, নিশ্চয় কোনো বিশেষ কারণে আল্লাহর বিশেষ নির্দেশেই রাসূল (সা.) তা করেছেন। অথবা তিনি রাসূল (সা.) কে এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্তু তিনি কখনোই রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অন্যায়কারী বলে কল্পনা করতে পারেন না বা তাঁকে 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ' করতে পারেন না। কিন্তু এ ব্যক্তি দ্বীন বুঝার ব্যাপারে নিজের জ্ঞানকেই চূড়ান্ত মনে করেছে। সে তার জ্ঞান দিয়ে অনুভব করেছে যে, রাসূল (সা.) ইসলামের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন এবং তৎক্ষণাৎ সে 'সত্য ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা'-র লক্ষ্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)কে আল্লাহকে ভয় করতে ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিয়েছে।

প্রযুক্তির যুগে তথ্যের আদান-প্রদান বাড়লেও তা ইসলামী জ্ঞান বিতরণের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তথ্য সন্ত্রাসের কারণে সশস্ত্র সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলিম নামধারী চমকপ্রদ সংগঠন ও ইসলামী নামের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে ইসলামের বিকৃত শিক্ষা প্রচার করা হয়। অথচ এই সব ওয়েবসাইটগুলো অতি ইসলামবিদ্বেষী মহল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত। আমাদের অনেক তরুণের ইসলামের মৌলিক, স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ জ্ঞান না থাকার কারণে সহজে তাদের পাতানো জালে আটকে পড়ে।

আমরা মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সাথে পুরোপুরি একমত যে, আমাদের সন্তানদের ইসলামের বিশুদ্ধ ও অন্ততঃপক্ষে দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান শেখাতে হবে। অন্যথায়, স্বার্থান্বেষী মহলকর্তৃক মগজ ধোলাইয়ের শিকার হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

গ. সামাজিক ও পারিবারিক ব্যর্থতা

সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়ার পেছনে সামাজিক ও পারিবারিক ব্যর্থতা কম দায়ী নয়। সামাজিক জীবনে আমাদের নির্দয় আচরণ, পারিবারিক জীবনে আমাদের চরম শিথিলতা, অর্থের পেছনে অতি দৌড়ঝাপের কারণে আমাদের তরুণরা বিপথগামী হচ্ছে। নিষ্ঠুরতা ও সহিংসতা সমাজে ছড়িয়ে গেলে সমাজের সদস্যদেরকে সহিষ্ণু করে গড়ে তোলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

রাজনৈতিক হানাহানি, বাড়াবাড়ি ও প্রতিপক্ষকে নিধনের প্রবণতা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে পৃথিবীর বহু সমাজের চেয়ে বেশী। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে পুঞ্জিভুত ক্ষোভ থেকে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। আর সেই বিদ্রোহকে কাজে লাগানোর জন্য উৎপেতে বসে আছে ইসলাম ও মুসলমান বিদ্বেষী গোষ্ঠীসমূহ। বাংলাদেশ-বিরোধী শক্তিগুলো থেমে নেই। এ চক্রগুলো সমাজে অসাম্য ও অবিচার সৃষ্টি করে। অবিচার ও অসাম্যের চোরাগলিতে সন্ত্রাসের ভাইরাসগুলো দ্রুত বেড়ে উঠে।

সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ .CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (WASHINTON) সফরকালে ফরাসী প্রতিরক্ষামন্ত্রী মিশেল এলিয়েট বলেন: সন্ত্রাসের মূল কারণ অবিচার ও দারিদ্র্য থেকে উদ্ভূত হতাশা ইত্যাদি দূর করতে পারলে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান সফল হতে পারে।[৩৩]

ঘ. মুসলিম দেশে ইসলাম দমন

কোনো কোনো দেশে ইসলাম দমনের ফলে সেখানকার তরুণরা জঙ্গিবাদের পথে পা বাড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক ইসলাম বৈরী শক্তিগুলো একদিকে মুসলিম দেশগুলোকে সন্ত্রাসদমনে পাশে থাকার কথা বলে ইসলামী মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও কৃষ্টি-কালচারকে দমন করার উস্কানি দেয়। অন্যদিকে কিছু নামধারী ইসলামী দল বা ব্যক্তিকে রিক্রুট করে জঙ্গিবাদের জন্য মগজ ধোলাই করে, প্রশিক্ষণ দেয় এবং রাষ্ট্র ও দেশ বিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়তে প্ররোচিত করে।

আর উম্মাহর এই করুণ দুর্দশার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের দাবী-দাওয়া আদায় করে নেয়। সেনা উপস্থিতি ও সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়। মুসলিম উম্মাহর খনিজ সম্পদগুলো এভাবে করতল করে।

আর বিশ্ব মিডিয়া ইসলামকে বর্বর ধর্ম হিসেবে প্রচার করার সুবর্ণ সুযোগ পায়।

ঙ. সন্ত্রাসবাদের আসমানী কারণ

কুরআন ও হাদিসে এমন কিছু গুনাহ চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলো দুনিয়াবী যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। আমাদের সমাজে অশ্লীলতা, দুর্নীতি, জুলুম-নির্যাতন, মাপ বা পরিমাপে কম দেওয়া ও প্রতারণা মারাত্মক হারে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজ থেকে এগুলো দূর করতে না পারলে আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন অশান্তি আমাদেরকে গ্রাস করবেই। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ-

"নিশ্চয়ই যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহকাল ও পরাকলে জন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।"[৩৪]

আয়াত থেকে একথাটি খুবই প্রতিভাত হয় যে, অশ্লীলতা চলতে থাকলে দুনিয়াবী যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি বন্ধ হবে না। সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে। শান্তিপ্রিয় জনপদকে অশান্ত করে তোলে।

---

[৩৩] www.sldlogs.net/atcherofweasls/arechives/000858.html.

[৩৪] সুরা নুর: ১৯

অন্য আয়াতে এসেছে-

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ-

"আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা হতে আসত প্রচুর জীবন উপকরণ। অতপর তারা আল্লাহর নেয়মতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে স্বাধ আস্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির।"[৩৫]

আল্লাহ পাকের নাফরমানী সমাজে চলতে থাকলে ক্ষুদা-দারিদ্র্য, অভাব-অনটন ও ভয়-ভীতির বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

অপর জায়গায় ইরশাদ করেন-

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ -

"আপনি বলুন; তিনিই শক্তিমান যে তোমাদের উপর কোনো শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন। অথবা তোমাদেরকে দলে উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখি করে দিবেন। এবং এককে অন্যের উপর স্বাদ আস্বাদন করাবেন। দেখ, আমি কেমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি, যেন তারা বুঝে নেয়।"[৩৬]

এই আয়াতে বিভিন্ন বালা-মুসিবতের সাথে সমাজের খুন-খারাবি, একে অপরের উপর চড়াও হওয়া, একদল কর্তৃক অন্যদল নির্যাতিত হওয়া, একজাতি কর্তৃক অন্যজাতি নিষ্পেষিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদ দমনে আমাদের করণীয়

১. বিভক্ত জাতি দুর্বল হয়। আর বিভক্তির সুযোগ নিয়ে দেশ ও মিল্লাতের শত্রুরা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে সক্ষম হয়। অনেক সন্ত্রাসী কর্মকা-ের সাথে আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততার বিষয়টি এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। কাজেই ঐক্যের ভীত মজবুত করে এই ভয়ঙ্কর বিপদকে মোকাবিলা করতে হবে।

২. আমাদের সন্তান আমাদের হাতে পবিত্র আমানত। তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের ঈমানি দায়িত্ব। সন্তানের ব্যাপারে অবিভাবকের অবহেলা ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে ব্যর্থতার কারণে আমাদের সন্তানরা বিপদগামী হয়। আটক ও নিহত জঙ্গিদের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্য মতে অবিভাবকদের চরম অবহেলাও কম দায়ী নয়।

---

[৩৫] সুরা নাহলঃ ১১২

[৩৬] সুরা আনআমঃ ৬৫

৩. আমরা বিশ্বাস করি, ধর্মীয় আবেগের সাথে সঠিক ধর্মীয় জ্ঞানের অনুপস্থিতি সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ। কাজেই ইসলামী ও নৈতিক শিক্ষা জোরদার করতে হবে। সন্ত্রাসবাদের অজুহাতে দ্বীনি শিক্ষাকে সংকোচন করা হলে এ বিপদ আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে।

৪. প্রতিপক্ষকে দমন কোনো সুফল বয়ে আনবে না। সন্দেহের ভিত্তিতে নিরপরাধ মানুষ শাস্তি পেলে অশান্তির দাবানল আরও জ্বলে উঠে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের মনে ক্ষোভের জন্ম নেয়। আর সেই ক্ষোভ থেকে সৃষ্টি হয় বিদ্রোহ। সন্ত্রাসীরা সর্বদা বিদ্রোহীই হয়। রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা যত বেশি চর্চা হবে তত বেশি জাতি হিসেবে আমাদের শক্তির ভিত মজবুত হবে।

৫. ওলামা-মাশায়েখ জাতির রাহবার তথা পথপ্রদর্শনকারী। উম্মাহর দ্বীন, বিশ্বাস-অনুভূতি ও মূল্যবোধের পাহারাদার। নানা প্রচারমাধ্যম, সভা-সেমিনার ও সেম্পোজিয়ামের মাধ্যমে জাতিকে উদ্ভূত যে কোনো বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য ওলামা-মাশায়েখকে আরো বেশি সম্পৃক্ত ও সক্রিয় করতে হবে। ইতিহাস স্বাক্ষী, যুগে যুগে কোনো জাতির সঙ্কটময় মুহূর্তে তারাই শক্তভাবে হাল ধরেছে। সম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে তাদের ত্যাগ, কুরবানী ও অবদান ইতিহাসের পাতায় চির অমর হয়ে আছে।

৬. সন্ত্রাসবাদের কারণগুলো চিহ্নিত করে সমাজবিজ্ঞানী, নিরাপত্তাবিশেষজ্ঞ, রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে তাদের সুচিন্তিত পরামর্শগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। কারণ, কোনো সমস্যার সমাধানের পূর্ব শর্ত হল কারণগুলো চিহ্নিত করা। বক্ষমান পুস্তকে চিহ্নিত কারণগুলোর পাশাপাশি আরও অন্যান্য কারণগুলোর কথা বিবেচনা করেই সন্ত্রাসবাদের প্রতিকার খুঁজতে হবে। সামাজিক বঞ্চনা ও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর না করে সন্ত্রাসবাদ উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়।

৭. সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপের কর্মীদের নিরুৎসাহিত ও সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে হবে। সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসার সুযোগ উন্মুক্ত রাখতে হবে। জেনে রাখা দরকার, শুধু জঙ্গি নির্মূল নয়, জঙ্গিবাদ নির্মূল হওয়া চাই। কঠোর হাতে শুধু জঙ্গি নির্মূলের চেষ্টা হলে আমাদের অনেক সন্তান নির্মূল হলেও জঙ্গিবাদ নির্মূল হবে না। তাদেরকে শত্রু বিবেচনা করার আগে দেশের নাগরিক ও সন্তান হিসেবে বিবেচনা করে সংশোধন করতে হবে। সমাজের মূল ধারায় ফিরে আসার সুযোগ পেলে অনেক সন্ত্রাসী হাতাশা জনিত কারণে আর বড় ধরনের কোনো অপরাধে পা বাড়াবে না।

আল্লামা ওবায়দুল্লাহ হামযাহর জীবনবৃত্তান্তঃ

আল্লামা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ কক্সবাজার জেলাধীন উখিয়া থানার ডিগলিয়া পালং গ্রামে মাওলানা আমীর হামযাহর ঔরসে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ডিগলিয়া পালং কাসেমুল উলুম মাদরাসায় অর্জন করেন। ১৯৯২ সনে তিনি আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া হতে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) সম্পন্ন করেন। বেফকুল মাদারিস (কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা) হতে তাকমীল শ্রেণীতে (দাওরায়ে হাদীস) রেকর্ড সংখ্যক মার্ক পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। তিনি ১৯৯৩ সনে জামিয়া পটিয়ায় বাংলা সাহিত্য বিভাগ সমাপ্ত করেন।

দারুস্সুন্নাহ হ্নীলার মুহাদ্দিস হিসেবে তাঁর শিক্ষকতা জীবনে পদার্পন। একবছর অধ্যাপনার পর তিনি ১৯৯৪ হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত দ্বীর্ঘ ৬ বছর সৌদি আরবের ধর্ম ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিক্ষক ও অনুবাদক হিসেবে অত্যন্ত নিপুনতার সাথে কাজ করেন। ২০০১ হতে অদ্যবধি আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় তাফসীর, হাদিস, ইসলামী অর্থনীতি ও আরবি সাহিত্যসহ নানা বিষয়ে দক্ষতার সাথে অধ্যাপনা করে যাচ্ছেন।

তিনি ২০০৩/২০০৫ সালে সাউথ আফ্রিকায় Radio Islam-সহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রাগ্রাম করেন। তিনি ২০০৮ সালে মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত আন্তঃ ধর্মীয় সংলাপ ও কন্ফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। এবং ২০১২ সালে থাইল্যান্ডে প্রায় ৩০ টি কলেজ, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রেডিও স্টেশন T. M. TV-তে দ্বীনি ও দাওয়াতি বক্তব্য দেন। তিনি ২০১৩ সালে বৈরুত, লেবাননে আরব লীগ ও আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক মানবিক আইন (IHL) কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি বালাগুশ শর্কের সম্পাদক ও মাসিক আত্-তাওহীদের সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। এবং ২০১৩ সাল হতে Social Islami Bank-এর শরীয়াহ বোর্ডের সদস্য হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। বর্তমানে হালিশহর হাউজিং সোসাইটি কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিবের দায়িত্বের পাশাপাশি ইমাম ও খতিব ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রামের মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করছেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে তাঁর বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং তা পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। তার লিখিত গ্রন্থাবলী ও সংকলিত আলোচনার মধ্যে অন্যতম হলো- 1. Charity in islam: Benefits and Excellence 2. Respect for the dead: from the prespective of international humanitarian law (IHL) and islam. (গ্রন্থ দু'টি বহির্বিশ্বে ব্যাপক সমাদৃত।) ৩. ইসলামে মানবাধিকার। ৪. কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান। ৫. বিপন্ন নারীঃ ইসলামে তার অধিকার ও মর্যাদা। ৬. ইসলাম বনাম সন্ত্রাসবাদ। ৭. খৃস্টবাদের নগ্ন ছোবলে আক্রান্ত মুসলিমবিশ্ব। ৮. সন্তান লালন-পালনে ইসলামের দিক-নির্দেশনা। ৯. রাসূল (সা.) এর ভালবাসা বনাম অবমাননাঃ প্রেক্ষিত মুসলিমবিশ্ব। ১০. আমাদের তারুণ্যঃ প্রসঙ্গ ফেইসবুক। ১১. ব্যবসা বনাম সুদঃ প্রেক্ষিত মুসলিমবিশ্ব। ১২. ইসলামী সংস্কৃতি বনাম অপসংস্কৃতি। ১৩. দারিদ্র্য একটি বিপদঃ ইসলাম মুক্তির রাজপথ।